# বাঁশীর ডাক

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

দি ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

১৩৩৫

স্বর্গীয়া মায়ের চরণে

প্রণামী

অসিত

# নিবেদন

ইংরাজীতে যেমন ছোট ছোট নাটিকা প্রচলিত আছে, বাঙলায় তার বড়ই অভাব। যদি সে অভাব কিছুমাত্র পূর্ণ কর্‌তে পেরে থাকি তো ধন্য জ্ঞান করব। এটি স্কুল-কলেজের ছেলেদের এবং বৈঠকী উৎসবে অভিনয়ের উপযোগী করে লেখা হয়েচে। ইতিপূর্ব্বে "বিচিত্রা" পত্রিকায় নাটিকাটি প্রকাশিত হয়েচে। ইতি

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

লক্ষ্ণৌ—গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্

আর্টস্ এণ্ড ক্রাফ্‌টস্।

এই নাটিকাটি লক্ষ্ণৌ হরিমতি বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে লক্ষ্ণৌয়ের বাঙালী ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক "বেঙ্গলী ক্লাব" রঙ্গমঞ্চে প্রথমে অভিনীত হয়।

# অভিনেতাগণ

নকুলেশ্বর—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য ; বি. এ।

কেদার—শ্রীঅনিলকুমার দত্ত, বি. এ. এম. এল বি।

গোয়ালা—শ্রীকিশোরী প্রামাণিক ; বি, এ।

চরণ—শ্রীললিতমোহন সেন ; এ, আর, সি, এ ; ( লণ্ডন )

পদী—শ্রীজ্যোৎস্নাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; বি. এ।

সুন্দরী—শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ ; বি, এ।

সাধু—শ্রীমহেন্দ্রদেব রায় ; বি. এস. সি।

ভবসিন্ধু—শ্রীকিশোরী প্রামাণিক, বি. এ।

বরুণ—শ্রীযোগীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাকীমা—শ্রীময়ূখভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাউল ও চেলা—শ্রীঅসিতকুমার হালদার ; শ্রীযোগীন্দ্রকুমার [illegible]পাধ্যায়।

কন্সার্ট পার্টি

বেঙ্গলী ইয়ং মেন্‌স্‌ এসোসিয়েসন

ক্লব, লক্ষ্ণৌ।

নাটিকাটির ভূষণ ও পটসজ্জা সম্পাদন করেছিলেন, শিল্পী শ্রীবীরেশ্বর সেন, এম, এ ; শিল্পী শ্রীললিতমোহন সেন, এ, আর, সি, এ, ( লণ্ডন ) এবং শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

# বাঁশীর ডাক

## প্রথম দৃশ্য

[ সাবেক আমলের পাড়া-গেঁয়ে বৈঠকখানা। এক পাশে ঢালা বিছানা, অপর প্রান্তে ক'টা চেয়ার ও একটি টেবিল রাখা আছে। রবিবর্ম্মার ছবিতে ঘরটি সুসজ্জিত। ঢালা বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়ে ফরসীনল মুখে নকুলেশ্বর বাবু তামাক খাচ্চেন, কেদারনাথ তাঁর সামনে বসে আর পানদানটা পাশে পড়ে রয়েচে, পিকদানটা নীচে রাখা। ]

নকুলেশ্বর

কেদার, তোমায় ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলুম একটা বিশেষ কাজে।

কেদারনাথ

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা' আমি বেশ

বুঝ্‌তে পার্‌চি, কাজ না থাকলে আপনি—

নকুলেশ্বর

না না, তা' নয়, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলুম—

কেদারনাথ

তা' অনুমতি করুন, আপনার আদেশ পেলে এই কলিতেই কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি।

নকুলেশ্বর

( একটু হেসে ) না হে না,

তা' নয় ; তবে শোনো, আমি এক মহা ভাব্‌নায় পড়েচি !

কেদারনাথ

ভাব্‌না ? আপনার আবার ভাব্‌না কিসের, ঘরে যাঁর লক্ষ্মী বাঁধা !

নকুলেশ্বর

হ্যাঁ, এই লক্ষ্মীর সঙ্গে এক অলক্ষ্মীর যোগ হয়েচে বলেই ত এত গোলে পড়েচি !

কেদারনাথ

হ্যাঁ, তা' আমি জানি। তা' সত্যি আপনার মত ধনীর সংসারে এই এক হালফ্যাসানের

কলেজ-পড়া মেয়ে এনে কি না ফ্যাসাদেই পড়েচেন।

নকুলেশ্বর

তা' কি করি বল? ছেলে ত শুনলে না, পছন্দ করে এক কাল-সাপিনীকে বাড়ী আনলে।

কেদারনাথ

তাই ত, সেদিন রথতলায় দাঁড়িয়ে ওপাড়ার পদীপিসীর মামাতো ভাইয়ের পিসের খুড়তুতো বোন গেলিকে বলছিল, 'এমন ছেলের কি এমন বৌ আন্‌তে আছে?'

নকুলেশ্বর

কি করি বল, বৌয়ের ঘরের কাজে মন নেই, কেবল নভেল-নাটক পড়বেন, কবিতা আওড়াবেন। আর—

কেদারনাথ

হ্যাঁ, শুন্‌চি নাকি তার উপর ভারি হাত দরাজ। দুহাতে দান-ধ্যান করচেন ?

নকুলেশ্বর

তা' আছে। নিজে আহার-নিদ্রা ছেড়ে যে কি করবে কিছুই ঠিক্ নেই। বড় খোকাকে বলি, সে বলে 'তা' কি করব,

ও তো আর খুকী নয় যে হাত ধরে খাইয়ে দেব।'

[ এক গয়লার বেগে বৈঠকখানায় প্রবেশ ]

গয়লা

আজ্ঞে কর্ত্তা, এর একটা বিহিত করুন।

নকুলেশ্বর

কি? কি হ'ল কি তোমার?

গয়লা

হ'বে আবার কি? আপনার পুত্রবধূ ঠাক্‌রুণ—

কেদারনাথ

আরে চুপ চুপ, কি হয়েচে চুপি চুপি বল্‌।

নকুলেশ্বর

কেন ? কি করেচেন বৌমা ?

গয়লা

আমার গোয়াল থেকে বাছুর-টাকে ছেড়ে দিয়ে শামলী গাইয়ের দুধ খাইয়ে দিয়েচেন। বল্লে বলেন, 'তোমরা এত নিষ্ঠুর কেন, বাছুরকে দুধ না খেতে দিয়ে তোমরা দুধ বেচ ?'

নকুলেশ্বর

তাই ত হে কেদার, কি করি এখন বল ? দিন দিন যেমন সঙ্গীন করে তুলেচেন বৌমাটি, এঁকে এখন ঠেকাই কি করে ?

কেদারনাথ

তা' এখন বৌটির জন্যে হয় কর্ত্তাকে দেশ ছাড়তে হবে, নইলে দেশের লোকদের পাত্‌তাড়ি গোটাতে হয়।

নকুলেশ্বর

(গয়লার প্রতি) শ্রীধর, তোমার দুধের দরুণ যা' লোকসান হয়েচে তা' আমার কাছ থেকে নিয়ো। আমি এর একটা কিনারা শিগ্‌গীরই করচি।

গয়লা

যেজ্ঞে। (প্রস্থান)

কেদারনাথ

কর্ত্তা, এ মেয়েটিকে আপনি সহজে ঠেকাতে পারবেন না। এঁকে আপাততঃ তরিবৎ দুরস্ত করার জন্যে কিছুদিন না হয় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিন্।

নকুলেশ্বর

হ্যাঁ হ্যাঁ, মন্দ বলনি। আমিও ঠিক্ তাই ভাব্ছিলুম।

কেদারনাথ

ভাল কথা, এবিষয় বড় খোকা-বাবুর একবার মত নিন্।

নকুলেশ্বর

তা বেশ। চরণ!—

চরণ ( নেপথ্যে )

আজ্ঞে যাই।

[ চরণের প্রবেশ ]

নকুলেশ্বর

দেখ, তোমায় একটা কথা অনেকদিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব ভাব্‌ছিলুম। আজ আর না বলে থাকতে পারচি না।

চরণ

আজ্ঞে বলুন।

নকুলেশ্বর

তোমার বৌটি আমাদের স্বরূপ সনাতন বংশের মুখে চূণকালী লাগিয়েচেন। পাড়ার

লোকে তাঁর বেহায়াপনা দেখে ঘেন্নায় আমাদের বাড়ী মাড়ানো ছেড়ে দিয়েচে।

চরণ

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারও বন্ধু-মহলে মুখ দেখানো দায় হয়েচে।

নকুলেশ্বর

তা' এখন ভেবে দেখ কি করা যায়। ওঁকে বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে আর কি উপায় আছে?

চরণ

তা' বেশ, আপনি সুনীরাকে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে আমিও নিশ্চিন্ত হই।

কেদারনাথ

পাড়াও জুড়োয়!

নকুলেশ্বর

কিন্তু তুমি কি—

কেদারনাথ

হ্যাঁ, তা' জানি, ছেলে বৌ ছেড়ে থাক্‌তে পারুক আর না পারুক, বৌয়ের উপর কর্ত্তার যেরূপ স্নেহ—তাতে তিনি যে তাকে ছেড়ে কি করে থাকবেন সেই ভাব্‌না।

( চরণের প্রস্থান )

নকুলেশ্বর

তা' কি করা যায়, সমাজ ত মেনে চলতেই হ'বে !

কেদারনাথ

তা'ত নিশ্চয়, তা'ত নিশ্চয়।

নকুলেশ্বর

ঘরের বৌ কোথায় ঘরকন্না নিয়ে থাকবেন, তা' নয় বনে বনে আকাশ দেখে তারা গুণে সময় কাটাবেন। বল্‌লে বলেন, আমার ঘরে থাক্‌তে ভাল লাগে না।

কেদারনাথ

বলেন কি কর্ত্তা, অমন বার-

ফট্‌কা মেয়েকে কি সমাজে একদণ্ড রাখতে আছে ?

[ পদীর প্রবেশ ]

পদী

হ্যাঁ, গো কর্ত্তা ! বলি স্বরূপ-সনাতন বংশের এ কি ধারা দেখ্‌চি গো !

নকুলেশ্বর

কেন ? কি হ'ল কি ?

পদী

হ'বে আবার কি ! সর্ব্বনাশ হয়েচে ! সর্ব্বনাশ হয়েচে ! তোমার বৌটি এই মাত্তর

বাঁশীর ডাক

রূপনারাণের ঘাট থেকে একটা বাগ্‌দি না ডোমের ছেলেকে কুড়িয়ে এনেছে।

কেদারনাথ

এ্যাঁ, কুড়োনো মেলেচ্ছ ছেলেকে কোলে ক'রে এনেচেন? তুমি দেখেচ?

পদী

হ্যাঁ গো, আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম!

কেদারনাথ

তাই ত কর্ত্তা, চুপ করে থাক্‌লে আর চলবে না, পাড়ায়

এ কুদৃষ্টান্ত দেখলে গাঁ ওলট্‌-পালট হয়ে যাবে !

নকুলেশ্বর

আচ্ছা চল, আমি দেখ্‌চি কি চায় সে !

কেদারনাথ

চায় আবার কি—যমালয়ে যেতে চায়, নইলে এমন বংশের বৌ হয়েও কি ওর চেতনা নেই ?

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ নদীর ধারে একটি গাছের নীচে বসে সুনীরা। তার কোলে একটি সদ্যোজাত শিশু। এমন সময় সেখানে কেদার, নকুলেশ্বর এবং পদীর আবির্ভাব। ]

নকুলেশ্বর

বৌমা ?

সুনীরা

( চম্‌কে উঠে ) কে ?

নকুলেশ্বর

আমি। তোমার কি মা এই বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রতি দয়া হ'বে না ? এভাবে কাঁহাতক তুমি সমাজের মধ্যে বাস করবে ?

সুনীরা

কৈ, আমি ত সমাজের প্রতি
কোনোই অন্যায় করিনি।

নকুলেশ্বর

অন্যায় করনি, বিদ্রোহ এনেচ!

কেদারনাথ

শুধু বিদ্রোহ নয়, সমাজের
মুখে চূণকালী দিয়েচো ঠাক্‌রুণ!

সুনীরা

তাই যদি হয় ত সে সমাজে
আমার ঠাঁই নয়, এই গাছতলাই
আমার পক্ষে ভাল।

পদী

বলি তেজ রেখে ডোমেদের

ছেলেকে জলে ভাসিয়ে ঘরের বৌ ঘরে এস দেখিন্

স্থনীরা

থাক্ তোমাদের ধর্ম্ম-কথা! আমার ধর্ম্ম যা', তাই আমি করচি। আমি এই ডোমেদের ছেলেকে নিয়েই থাক্‌ব, তোমরা তোমাদের ধর্ম্ম নিয়ে থাক গিয়ে।

নকুলেশ্বর

বৌমা, আমার অনুরোধ শোন। এই ছেলেটিকে পাদ্রীদের হাতে দিয়ে দেব', তুমি আবার ঘরে ফিরে চল।

স্থনীরা

পাদ্রীরা মানুষ হ'তে পারে, আর আমাদের মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিতেই যত লজ্জা—তা' হবে না। আমায় আর আপনি এই শিশুটিকে বিদায় দিতে বলবেন না।

নকুলেশ্বর

পাদ্রীরা তোমার হ'য়ে এ'কে না হয় মানুষ করবে!

স্থনীরা

তা বেশ! চাঁদা দিয়ে পুণ্যিসঞ্চয়, পাদ্রীদের দিয়ে

অনাথসেবা, মন্দ নয়? তবে আমার যে মন তা' চায় না!

নকুলেশ্বর

তবে তুমি এই গাছ-তলায় বসে থেকে কি করবে?

সুনীরা

আমি আমার পথ দেখে নেবো।

নকুলেশ্বর

সে কি? কুলবধূ হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে তোমার লাভ কি?

সুনীরা

যে সংসারে আমরা একটু

দয়ারও প্রত্যাশা করতে পারি না, সেখানে বাস করেই বা আমার লাভ কি ?

নকুলেশ্বর

( বিরক্তভাবে ) তা' বেশ, তুমি এখানেই থাক, আমরা চল্লুম।

পদী

কর্ত্তা বল্‌চেন বৌ, কথাটা একবার শুনেই দেখ না, ডোম্ চামারের ছেলে আপনার হ'ল, আর শ্বশুর ভাসুর হ'ল পর। ধন্যি তুমি মেয়ে যাহোক্ !

সুনীরা

থাক্ বাছা, কে পর, কে

আপন, তার বিচার আমি করব এখন।

পদী

তাহ'লে তুমি থাক এইখানে। দেখি কেমন করে সমাজ তোমায় নেয়—কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে দেখে নেব'খন;

[ সকলের প্রস্থান—হাতে চিম্‌টে জটাজুটধারী এক সাধুর সেই গাছতলায় আবির্ভাব। ]

সাধু

হ্যাঁ মা, তুমি এখানে কি করচ?

সুনীরা

আমি আমার এই কুড়িয়ে-

পাওয়া শিশুটিকে নিয়ে কি করব প্রভু !

সাধু

কি করবে ? এটিকে বিসর্জ্জন দিয়ে দাও ।

সুনীরা

কি ? বিসর্জ্জন দেব ? ভণ্ড কোথাকার !

সাধু

এটিকে নিয়ে কি করবে ? পূজা করবে ? এত নীচ বংশের সন্তান কোথায় পেলে তুমি ?

সুনীরা

যেখানেই পাই না, তোমার মত ভণ্ড তপস্বীর জেনে লাভ কি ?

সাধু

হ্যাঁ, আমায় তুমি ভণ্ড বল ?
তোমাদের পাড়ার সকলে আমার
পাদপূজা করে, আর তুমি কি না
আমাকে ভণ্ড বল্‌লে ?

সুনীরা

এমন কথা বলতে আমায়
সাহস কে দিলে ? তুমি সাধু,
তোমার জীবে দয়া নেই, তুমি
সাধু হয়েচ ?

সাধু

আমরা দণ্ডী, জান আমাদের
প্রতাপ !

সুনীরা

থাক্ তোমাদের দম্ভ-প্রতাপ !

সাধু

আমি পূজা পেয়ে আসচি সবাইকার কাছে, কিন্তু তোমার ব্যভারে আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হলুম। যাক্, এখনএই শিশুটিকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে বল ?

সুনীরা

এই শিশুকে নিয়ে যেদিকে হুচোখ যায়—চলে যাব।

সাধু

না, তোমায় আমি পরীক্ষা

করছিলুম। তুমি যথার্থ মাতৃ-জাতির কাজ করেচ। ওকে নিয়ে আমাদের মঠে চল।

স্থনীরা

না, আমি মঠে যাব না। রূপনারাণ পার হ'য়ে পারুল-ডাঙায় আমার বাপের বাড়ীতে চলে যাব। দেখি, সেখানে আমি ঠাঁই পাই কি না।

সাধু

রূপনারাণ নদীতে যে এখন বান এসেচে,—পার হবে কি করে?

স্থনীরা

আমি মরণকে সাধু ডরাই না। যদি নদীগর্ভ আমায় নেয় ত নিক্ না। আর এই শিশু—

সাধু

হ্যাঁ, ঐ শিশুকেই ত সেই নদী-গর্ভ থেকেই তুমি টেনে তুলেছিলে, সে না হয় পুনরায় সেখানে চির-বিশ্রাম নেবে।

স্থনীরা

আর দেরী করব না, বেলা হ'য়ে এল।

—আটাশ—

সাধু

আচ্ছা এস বৎসে! তোমার মঙ্গল হোক!

সুনীরা

না না। আমায় আর আশীর্ব্বাদ কোরোনা। আমি সবাইকার অভিসম্পাত কুড়িয়ে নিয়েই চল্‌ব—তাই বিধাতার ইচ্ছা, আমি জানি।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

[ পারুলডাঙায় ভবসিন্ধু বাবুর বাড়ী, নদীর
ধারে। সুনীরা সেই শিশুটিকে কোলে
নিয়ে তার বাপের কাছে
বসে আছে। ]

ভবসিন্ধু

মা, তোমায় ত আমি গোড়া-
তেই বলেছিলুম, সুখে-দুঃখে সব
সময় তাদের মতন না হ'লে তুমি
ঘর করতে পারবে না।

সুনীরা

কি করি বল বাবা? তাঁরা
আমায় খাঁচায় রাখ্‌তে চান।

বাঁশীর ডাক

আমি হলুম বনের পাখী—পড়া-শুনা করে আমার বনের প্রীতি বেড়েচে বই কমেনি।

ভবসিন্ধু

তা দেখ, এপাড়ায়ও সবাই তোমার জন্যে আমায় খোঁটা দিচ্চে!

সুনীরা

তা আমি জানি। আমার সংস্পর্শে যিনিই আসবেন, তাঁরই এই পুরস্কার। আমার নিজের পক্ষে তিরস্কার আর পুরস্কার সব এক হ'য়ে গেছে।

ভবসিন্ধু

তোর এই ডোমের ছেলেটাকে নিতে ঘেন্না হয় না ?

সুনীরা

ঘেন্না ? কেন ? মাতা ধরিত্রী তাঁর এই অপূর্ব্ব শ্যামল কোলটিতে এই সব অস্পৃশ্যদের ধারণ কি করে করেচেন ? ঠিক্ তেম্নি করেই আমরা আমাদের সন্তানদের নিতে শিখ্ব।

ভবসিন্ধু

আমরা গরীব গৃহস্থ মা, আমাদের কি আর পর-প্রতি-পালনের ক্ষমতা আছে ?

সুনীরা

ক্ষমতা নেই জানি, মন যদি
আমার থাকে ত ক্ষতি কি ?

ভবসিন্ধু

আমরা দিন আনি, দিন খাই।
হাট-বাজার নিজেদের কর্ত্তে হয়।
এ সব ফেলে অপরের অপোগণ্ড
পোষা কি আমাদের পোষায় ?

সুনীরা

আমি বাবা, কাকীমার হ'য়ে
ধান ভেনে দেব, ঘর ধুয়ে দেব,
হাট-বাজার যাব। আমায়
যেতে দেবে ?

ভবসিন্ধু

হ্যাঁ তা' দেব। কিন্তু তোর চিরকাল কি এভাবে কাট্‌বে ?

সুনীরা

কেন ? যদি আমি দুচোখ মেলে দুনিয়াটা দেখ্‌বার অবকাশ পাই, ফুলের আনন্দ, সঙ্গীতের সুধা আহরণ করতে সময় পাই, ত আমার জীবনে আর কিসের প্রয়োজন বাকি থাকে ?

ভবসিন্ধু

আরে পাগ্‌লী, ফুল শুঁখেই কি জীবন কাটবে ?

[ বাঁশী হাতে বরুণের প্রবেশ ]

ভবসিন্ধু

এই দেখ্‌না, এই একটা ছেলে কিছু করলে না।

সুনীরা

এ যে বরু!

ভবসিন্ধু

হ্যাঁ, এ সেই তোমার ছেলেবেলার বন্ধু। ওর বাপের এক ছেলে বলে শিবধন ভায়া কত-না খরচপত্র করলেন। তা' সে-সব ভেসে গেল, বাঁশী হাতে ঘুরে ঘুরে এর জীবন কাট্‌চে।

সুনীরা

আহা, ওকে কতদিন দেখিনি।

ভবসিন্ধু

বরু, এদিকে এস!

বরুণ

যাই কাকাবাবু।

ভবসিন্ধু

এই দেখ্ তোর বোন নীরা আজ কদিন হ'ল এসেচে। ও এই ডোমেদের ছেলেটাকে নিয়ে মানুষ করচে, আমি এত বলচি ও কিছুতেই ওটাকে ফেল্‌বে না।

বরুণ

আহা! এমন দুগ্ধপোষ্য

বাঁশীর ডাক

কচি ছেলেকে কুড়িয়ে পেয়ে কি কেউ কখন ফেল্‌তে পারে, কাকাবাবু ?

ভবসিন্ধু

এদিকে পাড়ার লোকের কথার জ্বালায় যে গেলুম !

বরুণ

তা কি হয়েচে ? পাড়ার লোকে যদি শেয়ালের মত কণ্ঠ মিলিয়ে একসুরে হাক্কাহুয়া হাক্কাহুয়া করে, তাই বলে আমাদেরও তাতে যোগ দিতে হবে না কি ?

ভবসিন্ধু

না, আমি বল্‌চি তোর বোন্‌-টিকে যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করতে পারিস্‌।

বরুণ

রাজি আবার কি করাব! উনি যা' করেচেন, ওক্ষেত্রে আমি হ'লেও ঠিক তাই করতুম।

ভবসিন্ধু

তুই কি করতিস্‌?

বরুণ

আমি এই শিশুটির জন্যে সংসার সমাজ সব ছেড়ে দিতুম।

আর দেখাতুম যে বিধাতা আছেন।

ভবসিন্ধু

কি? তুইও তাহলে স্থনীরার গোড়ে গোড় দিলি!

বরুণ

হঁ্যা বোন্, তুমি আমায় শিশুটিকে দিয়ো। আমি মাঝে মাঝে ওকে এসে দেখ্‌ব।

স্থনীরা

তোমার বরু সত্যি এই শিশুটির উপর মায়া হয়?

বরুণ

হয় না? যে মায়া না থাকলে

বাঁশীর ডাক

মানুষ এই পৃথিবী মাতার কোলে বাঁচতে পারত না, সেই মায়াই আমাদের ঘেরে আছে বোন্।

সুনীরা

কিন্তু তাতে—

বরুণ

তাতে আরো আমরা বেশী বল পাই। যখন শৃগাল-কুকুরের মত কেবল নিজের গর্ভজাত সন্তানকেই প্রতিপালন করে ক্ষান্ত না হই; যখন শিশুমাত্রই আমাদের হৃদয়ের কোণে ঠাঁই পায়।

স্থনীরা

পরকে নিজের করবারও কি একটা স্বার্থ নেই ?

বরুণ

না, তা' থাকে যখন আমরা কোনো ধনী বা ক্ষমতাশালী বন্ধুর খোঁজে বেরোই। কিন্তু শিশুর চিত্তহরণ করতে গেলে তখন আর স্বার্থের কথা মনেই আস্‌তে পারে না।

ভবসিন্ধু

দেখ, তোমরা এতক্ষণ যা' আলোচনা করছিলে, আমার

মনও তা'তে সায় দিয়েচে।
কিন্তু তবুও—

বরুণ

যে সংস্কারের বেড়া আমাদের
অলঙ্কার হয়ে গায়ে চেপে বসে
আছে, তার আর খোলবার
উপায় নেই, তাই বলুন।

সুনীরা

উপায় হয়, যদি সে উপায়কে
আমরা সহজে গ্রহণ করি।

ভবসিন্ধু

সেটা কি শুনি?

সুনীরা

না মেনে চলা।

ভবসিন্ধু

কথাটা খুব সহজ, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করা বড়ই কঠিন।

বরুণ

কার্য্যে পরিণত করতে গেলে সমাজের সাজা পাওয়াকে ভয় করলে চলে না, কাকাবাবু।

[ ঘোমটা দিয়ে কাকীর প্রবেশ ]

কাকী

নীরা, তোমরা গল্প লাগিয়েচ,

এদিকে বেরালে যে দুধ খেয়ে গেল, হেঁসেলে কুকুর ঢুক্‌চে !

সুনীরা

যাই কাকীমা ! (শিশুটিকে কোলে নিয়ে নীরার প্রস্থান)

কাকী

(ঘোমটায় মুখ ঢেকে) দেখুন, পাড়ার লোকের মুখনাড়া খেতে খেতে ত প্রাণ গেল !

ভবসিন্ধু

কেন ? কি বলে তারা ?

কাকী

বলবে আবার কি ? শুনলুম

বাঁশীর ডাক

হাটে যেতে পথে একটা রাখাল ছোঁড়ার বাঁশী শুনতেই নীরা মত্ত। এদিকে হাট-বাজার সব শেষ, কি যে খাব আমরা, তার ঠিক্ নেই।

বরুণ

আমিই কাকীমা বাঁশী বাজাচ্ছিলুম স্বরূপডাঙার মাঠে, রাখাল কেউ ছিল না। তুমি রাগ কোরো না।

কাকী

তা' হোক্ গে, হাটবাজার করতে গিয়ে মাঝ-পথে ঝুড়ি

বাঁশীর ডাক

নাবিয়ে রেখে বাঁশী বাজান শোনা কি ? এমন করলে কি সংসার চলে ?

ভবসিন্ধু

হ্যাঁ তা ছোট-বৌ, আমি নীরাকে বুঝিয়ে বলে দেব।

কাকী

না, আপনিই ত আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটির মাথা খেয়েচেন। ওর মা মারা যাবার পর থেকে ওকে কলকাতার কলেজে পড়িয়েই ওর মাথাটা আরো বিগ্‌ড়ে দিলেন !

ভবসিন্ধু

হ্যাঁ, তা সত্যি, কিন্তু কি করব বল? ও যে শুন্‌লে না। মা মারা যেতেই এখানকার পাঠশালায় বৃত্তি নিয়ে ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করলে। তারপর ওর মারও ইচ্ছা ছিল ওকে কলেজ পড়ানো।

কাকী

তা, এখন তার ঠেলা সাম্‌লান্। শ্বশুর-ঘর কি কলেজে-পড়া মেয়ে করতে পারে কখনো?

বরুণ

কাকীমা যাও, আমি জানি

নীরা কখনো কোনো দোষ করেনি।

কাকী

হ্যাঁ, তুমি যেমন তোমার বাপ-মার হাড় জ্বালাচ্ছ, নীরাটিও আমাদের তেম্‌নি হয়েচেন।

## চতুর্থ দৃশ্য

[ নদীতীরে গাছতলায় নীরা আর তার পাশে বসে বরুণ বাঁশী বাজাচ্চে। নীরার জলের কলসী একধারে পড়ে আছে। ]

সুনীরা

ভাই বরু, তোমার কি মনে হয় না আমাদের এই আনন্দ কেবলই ফাঁকা ?

বরুণ

আনন্দ ত সবই ফাঁকা! যেটা ধন সেটাকেই আহরণ আর সঞ্চয় করা যায়। এই ফাঁক-টাতেই ত আমরা সত্যিকারের সুখ পাই।

সুনীরা

এই যে শিশু আমার চিত্তটিকে ভ'রে রয়েচে, তার ভিতর যে স্বচ্ছ আনন্দ পাই, সেটা ত সব জায়গায় পাই না!

বরুণ

সব জায়গাতেই সেই অনুভূতি যখন জাগ্‌বে, তখন আর তোমার

কিছু পাওয়াই বাকী থাকবে না, নীরা।

সুনীরা

কিন্তু দেখ, সেদিন আমার সেই নদীর উপর তারার আলো দেখে কেমন একটা মন উতলা হ'য়ে উঠ্‌ছিল। যেন তারা-গুলির জল ছোঁয়ার অনুভূতি আমার মনকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিলে, মনে হ'ল যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌চে।

বরুণ

এই অনুভূতিতেই আমাদের

আনন্দ। কেবল ধন আর বস্তু পুঞ্জীভূত করলে তা' হয় না।

সুনীরা

তবে ধন আর বস্তুর জন্যে মানুষ এত খেটে মরে কেন?

বরুণ

খেটে মরে প্রধানতঃ পেটের দায়ে।

সুনীরা

তবে পেটটাকে ত বাদ দিলে চল্‌বে না?

বরুণ

তা' চল্‌বে না বটে, কিন্তু শেষকালে সঞ্চয়ের নেশা পেটকে

ছাড়িয়ে ওঠে। মদ অল্প খেলে শরীরের রক্ত চলাচলের অনেক সময় সহায়তা করে বটে, কিন্তু সকলেই তার সীমা হারিয়ে ফেলে। এই হয় বিপদ।

সুনীরা

তুমি বরু, যখন বাঁশী বাজাও, তখন মনে হয়, যেন, কত দূর থেকে সুর ভেসে আস্‌চে।

বরুণ

বাঁশী দূরের কথাই জানায়, আমরা নিজের নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত থাকি বলে'।

—বাণী—

বাঁশীর ডাক

স্থনীরা

ঐ দেখ নদীর অপর পারে দুটি চিতা জ্বলে উঠ্ল! তার আগুনের শিখা যেন গগন স্পর্শ করচে, আর নদীর কুয়াশায় একটি তরীতে দুটি প্রাণী ভেসে চলেচে—মনে হচ্চে যেন ওদেরই আত্মা কোন্ নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে অনন্তের পথে।

বরুণ

আমার মন এক অপূর্ব্ব সুরের রঙে ভরে উঠ্ল নীরা!

—তিনশো—

স্থনীরা

আমাদের এই ক্ষণিকের-
পাওয়াকে আজ এই দূরের ছবিই
সার্থক করলে, নয়?

বরুণ

(দুজনে দুজনের হাত ধরে)
আজ আমরা দুটি প্রাণী এই
অনন্তের বাঁধনে বাঁধা রইলুম।
এ বাঁধন মুক্তির বাঁধন, মুক্তিরই
আস্বাদ আমাদের দিয়েচে আজ।

[ কাকীমার কলসী-কাঁখে প্রবেশ ]

কাকী

নীরা, নীরা, ও নীরা!

স্নীরা

যাই কাকীমা !

কাকী

এদিকে যে বেলা ব'য়ে যাচ্চে, জল তুলেচ ?

স্নীরা

এই যে যাই কাকীমা ।

কাকী

( নিকটে এসে ) এ্যাঁ, এই অন্ধকারে দুজনে গাছতলায় বসে বাঁশী বাজান হ'চ্চে ?

স্নীরা

বরুর বাঁশী কি মিষ্টি কাকীমা !

কাকী

তাই বলে কি নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতে হবে নাকি ?

সুনীরা

না, তা' নয়। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু, তাই ওর কাছে বাঁশী শুন্‌ছিলুম।

কাকী

দেখ নীরা, তোমার এখন বয়েস হয়েচে, ওসব আদিখ্যেতা ছাড়।

বরুণ

না কাকীমা, নীরাকে ডেকে

বাঁশীর ডাক

আমিই বাঁশী শোনাচ্ছিলুম। ওর কোনো দোষ নেই।

কাকী

( বরুণের প্রতি ) ভর সন্ধ্যে-বেলা সাপখোপ বেরুবে—তাই বল্‌ছিলুম।

সুনীরা

কাকীমা, তুমি রাগ কোরোনা, আমি এখুনি জল নিয়ে আসচি—তুমি এগোও।

কাকী

দেখ, আমি সংসারে একলা পেরে উঠ্‌চি না, তাতে তোমার সেই কুড়োনো ছেলেটা আছে।

সুনীরা

না কাকীমা, আমি গা ধোব, আর জল তুলে বাড়ী যাব, তুমি এগোও।

কাকী

এমন মেয়ে দেখিনি বাপু, ঢের ঢের দেখেচি। ( বক্‌বক্‌ করতে করতে প্রস্থান )

বরুণ

ভাই নীরা, আজ রাত হ'য়ে গেছে, আসি।

সুনীরা

না ভাই, আরো একটু বোস।

আমার ওরকম বকুনি গা-সওয়া হ'য়ে এসেচে।

বরুণ

তোমার বাবা যদি বকেন?

সুনীরা

না, তিনি আমায় কখনো বকবেন না, তা' আমি বেশ জানি।

বরুণ

আচ্ছা বেশ!

সুনীরা

বরু, আমাদের এই মিলনে আমরা যে কতটা লাভ করি, তা' বোধ হয় কোনো যক্ষির ধন

পেয়েও ধনকুবের তা স্থির করতে পারে না।

বরুণ

কিন্তু এই লাভ আমরা খতিয়ে দেখ্‌লে হিসেব মেলে না।

সুনীরা

—তার মানে ?

বরুণ

তার মানে, কে কতটা যে লাভ করচি, তা' বলা শক্ত। হয় ত তোমার চেয়ে আমি বেশী পাচ্চি, বা আদায় করচি—বা তুমি বেশী আদায় করচ, তা' বলা শক্ত।

সুনীরা

যাক্, সে অঙ্ক কসে কোনোই লাভ নেই। যখন কোনো বাগানে গাঁদা ফুল ফোটে আর গোলাপও ফোটে, কে কতটা সৌন্দর্য্য-পিপাসুর কাছ থেকে ভালবাসা আদায় করে, তা' তারা কি দেখে? তারা নিজের রসে নিজেই ভরপূর থাকে।

বরুণ

হাঁ ঠিক্ তাই। আমাদের রসের মাত্রা কোনো মাপকাঠির ভিতর না আনাই ভালো।

সুনীরা

আমি বরু, চাই আজ তোমার কাছে ক্ষমা।

বরুণ

কেন?

সুনীরা

আমার মত পতিতা স্বামী-পরিত্যক্তাকে তুমি কেন হৃদয়ে স্থান দেবে? হৃদয় দেবতার স্থান, সেখানে কোনো দেবীকে বসিয়ো, এই আমার অনুরোধ।

বরুণ

দেখ নীরা, তোমার কাছে আমি এই শাসন মান্‌তে

বাঁশীর ডাক

আসিনি। আমি এসেচি এই খোলা অবাধ আকাশের মত স্বাধীন ভাবে।—এর মধ্যে কোনো সন্দেহ বা মেঘ জমে নেই, এটা ঠিক জেনো।

সুনীরা

আমায়ও তুমি সেই একই পথে দেখতে পাবে। সেখানে পঙ্কিলতা ধূলা নেই। আকাশের তারার দীপের স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি যেখানে মাটির বুকে নেবে আসে সেই নীরের মত আমাকে জেনো তুমি।

বরুণ

নীরা, আজ তবে আসি !

সুনীরা

এস, ভুলো না—

---

## পঞ্চম দৃশ্য

[ নীরা নদীর বাঁধান ঘাটের পৈঠায় বসে পদ্মের পাপড়ি জলে ভাসাচ্চে। তার জলের কলসী আর গামছা একধারে রাখা আছে। ]

সুনীরা

( স্বগত ) কেমন চল্‌চে কল্‌-কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ করে জল পাপড়িগুলিকে বুকে নিয়ে !

[ খানিকক্ষণ নীরব থেকে পদ্ম-পাপড়ি ভাসাতে ভাসাতে থমকে গিয়ে ]

কে? কে যেন আমার নাম ধরে নদীর ধারে গাছের ছায়ার ভিতর থেকে ডেকে উঠ্‌ল!

( নেপথ্যে )

সুনীরা!

সুনীরা।

কে? কে তুমি?

( নেপথ্যে )

আমায় তুমি চিন্‌তে পারবে না!

সুনীরা

কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনে

মনে হচ্চে, তোমায় আমি জানি।

( নেপথ্যে )

হ্যাঁ, তুমি আমায় দেখেচ কিন্তু তুমি আমায় চিন্‌তে পারবে না।

[ আগন্তুক কাছে আস্‌তেই নীরা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল, আগন্তুক নদীর জল এনে চোখে-মুখে দিয়ে দিতেই তার চেতনা হ'ল। ]

সুনীরা

কে তুমি ?

আগন্তুক

আমি তোমার সেই অধম স্বামী—

—ছেষট্টি—

সুনীরা

কি চাই আপনার ?

চরণ

চাই তোমাকে !

সুনীরা

কেন ?

চরণ

আমায় মাপ কর। তুমি আমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকে আমিও গৃহত্যাগ ক'রে কতকাল ধরে' কত দেশ-বিদেশেই না ঘুরেচি। কত সাধু-অসাধুর তল্পী ব'য়ে বেড়িয়েচি, তার আর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোথাও

আর শান্তি পেলুম না। এখন ঘুরতে ঘুরতে এই নদীর ধারে সেই মূর্ত্তিমতী শান্তিকেই আজ পেলুম।

স্থনীরা

কিন্তু তোমাদের সমাজ!

চরণ

না, থাক্ সমাজ, আমি দূরে ঠেলে ফেলে তোমায় মাথায় ক'রে নেব।

স্থনীরা

এত সাহস তোমার হ'বে—ডোমের ছেলেকে নিয়ে—

চরণ

হাঁ হ'বে।

সুনীরা

কিন্তু আমায় এই নদীর জলে পাপড়ি ভাসানর খেলা খেলতে দেবে?

চরণ

হ্যাঁ, তা দেব।

সুনীরা

ধ'রে রাখবে না?

চরণ

না, তা ধ'রে রাখব না।

[ এমন সময় দূরে নদীর তীরে বাঁশীর শব্দ ]

স্থনীরা

না, আমি চিরদিনই এই নদীতে পদ্মের পাপড়ি ভাসাব, আর বাঁশী শুন্‌ব।

চরণ

[ হাঁটু গেড়ে নীরার ছুটি হাত ধ'রে ]

আমার অনুরোধ, ফিরে চল।

স্থনীরা

দেখ, মনের যেখানে যে তারে ঘা পড়েচে—এখন এই দেহটার জন্যে তার আর কিছুই আসে-যায় না।

চরণ

তুমি যাবে না?

বাঁশীর ডাক

স্থনীরা

না।

চরণ

যাবে না ?

স্থনীরা

না।

যবনিকা

——একাত্তর——